তারিখ 30 APR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

প্রথম আলো

সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সম্মেলন আজ

২১২ কলেজে শিক্ষকসংকটের কথা জানালেন অধ্যক্ষেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সম্মেলন আজ শনিবার। রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সকাল ১০টায় দিনব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

সম্মেলনের আয়োজক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এ সম্মেলনের আগে অধ্যক্ষদের কাছে নির্ধারিত একটি ছকে কলেজ-সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য চাওয়া হয়। এতে মোট ৩০৯টি কলেজের অধ্যক্ষেরা তথ্য দিয়েছেন। যার মধ্যে ২১২ জন অধ্যক্ষই তাঁদের কলেজে শিক্ষক-সংকট থাকার কথা জানিয়েছেন। শিক্ষক-সংকটের পরই শ্রেণিকক্ষ, অবকাঠামোসহ সমস্যার কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

সারা দেশে বর্তমানে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসাসহ সরকারি কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান আছে ৩২৯টি। এর মধ্যে তিন শতাধিক কলেজ।

মাউশির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি কলেজে মোট ১৫ হাজার ২৮৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৪টি পদই শূন্য। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ পদই শূন্য।

মাউশির সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষদের দেওয়া প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, মফস্বল এলাকায় অবস্থিত কলেজগুলোতেই শিক্ষক-সংকট বেশি।

কিছু চিত্র: মেহেরপুর সরকারি কলেজে মোট শিক্ষার্থী ৫ হাজার ৭৩ জন। অথচ কলেজে সৃষ্ট ৫০টি শিক্ষকের পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৩৯ জন। বাকি ১১টি পদ শূন্য। এ কলেজে আটটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও চারটি বিষয়ে স্নাতকোত্তরও পড়ানো হয়। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে পাঠদান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তাঁর কলেজে মোট ছাত্রী ১ হাজার ৮০০ জন। অথচ কলেজে মোট ৩১টি সৃষ্ট পদের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ১২ জন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিজ নির্বাচনী এলাকা সিলেটের বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজে মোট শিক্ষার্থী ৮ হাজার ৩২০ জন। কলেজটিতে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পড়ানো হয়। অথচ এই কলেজে ৪৭টি সৃষ্ট পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৩২ জন। কলেজটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দ্বারকেশ চন্দ্রনাথ বলেছেন, পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। এ জন্য পদ সৃষ্টি ও শূন্য পদে নিয়োগ দিতে হবে।

রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজে ১৫টি পদের মধ্যে নয়জন কর্মরত আছেন। বাগেরহাট সরকারি মহিলা কলেজে ৩৪টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ২২ জন। নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে ৬০টি পদের মধ্যে ১৪টিই ফাঁকা। বরিশালের বানারীপাড়া সরকারি ফজলুল হক কলেজে ৬১টি সৃষ্ট পদের মধ্যে ২৩টিই ফাঁকা। গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজে ৩৫টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ২০ জন। যশোর সরকারি মহিলা কলেজে ছাত্রীসংখ্যা ৭ হাজার ২০৪। অথচ এই কলেজে সৃষ্ট ১০২টি শিক্ষকের পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৬১ জন। একই রকমভাবে ২১২টি কলেজের অধ্যক্ষেরা আলাদাভাবে তথ্য দিয়েছেন।

জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এস এম ওয়াহিদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। সেখান থেকেই দিকনির্দেশনা আসতে পারে।